

প্রার্থনা

১ নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ক্ষুদ্র করো না হে প্রভু অামা/ হৃদয়ের পরিসর

হৃদয়ে আমার সম ঠাই পায়/ শত্রু মিত্র পর ।

নিন্দা না করি ঈশায় কারো/ অন্যের সুখে সুখ পাই আরো

কাদি তারি তরে অশেষ দুখি/ ক্ষুদ্র আত্মা যার ।

ক. ক্রোড় শব্দের অর্থ কী?

খ. কবি নিজেকে নি সম্বল বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর ।

গ. উদ্দীপকটিতে প্রার্থন কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. উদ্দীপকটিতে প্রার্থনা কবিতার সমগ্রতা ধারণ করে কী ? যৌক্তিক মতামতসহ আলোচনা কর ।

১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর :

ক. ক্রোড় শব্দের অর্থ কোল ।

খ. বিধাতার কাছে আরতি জানানোর কিছু নেই বলে কবি নিজেকে নিসম্বল বলেছেন ।

প্রার্থন কবিতায় কবি শ্রষ্টার মহিমার গুণকীর্তন করেছেন এবং নিজেকে শ্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পন করেছেন । কিন্তু কবি জানেন না কীভাবে শ্রষ্টার ভক্তি শ্রদ্ধা করতে হবে । আর চোখের জল ছাড়া বিধাতাকে দেওয়ার মতো কবির আর কিছুই নেই । তাই বিধাতার কাছে নিজেকে নিবেদন করতে এসে কবি নিজেকে নিঃস্ব বলে অভিহিত করেছেন ।

গ. প্রার্থনা কবিতায় শ্রষ্টার মহিমাকে স্বীকার করে তার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করার দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে ।

সুখে দুখে শয়নে স্বপনে সৃষ্টিকর্তা কবির একমাত্র ভরসা । তিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন । তার দয়াতেই সবকিছু চলছে । তাই সৃষ্টিকর্তার কাছে কবি নিজেকে সমর্পন করেছেন । দেহ ও মনে শক্তি চেয়েছেন যাতে সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে পারেন এবং সবসময় বিধাতার আরাধনায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পারেন ।

উদ্দীপকেও কবি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেছেন । কবির হৃদয়ের পরিসর যেন বড় হয় অর্থাৎ কবি যেন মহৎ চেতনা ধারণ করতে পারেন সে প্রার্থনা করেছেন । শত্রু মিত্র সবাইকে সমানভাবে হৃদয়ে ঠাই দিতে পারেন সে কামনা করেছেন । তাই বলা যায় প্রার্থনা কবিতায় সৃষ্টিকর্তাকে সর্বশক্তিমান জেনে তার কাছে কোনো কিছু চাওয়ার দিকটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে ।

ঘ. উদ্দীপকটিতে সৃষ্টিকর্তার মহিমার কথা বর্ণিত হয়নি বলে আমরা বলতে পারি উদ্দীপকটি প্রার্থনা কবিতার সমগ্রতা ধারণ করে না ।

প্রার্থনা কবিতায় কবি সৃষ্টিকর্তার মহিমার কথা স্মরণ করেছেন । তার অশেষ কৃপায় জীবজগৎ বেচে আছে । তারই অনুগ্রহে জগৎ চলছে । গাছপালা পশুপাখি সবই সৃষ্টিকর্তার গুণগানে ব্যস্ত । তাই কবি নিজেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পণ করতে চান । পাশাপাশি বিপদে আপদে সুখে দুখে সবসময় কবি নিজের কদেহ ও মনে শক্তি প্রার্থনা করেছেন ।

উদ্দীপকে ও কবি শ্রষ্টাকে অশেষ ক্ষমতার অধিকারী মনে প্রার্থনা করেছেন যে তার হৃদয়ের পরিসর আরও বড় হয় এবং শত্রু মিত্র সবাইকে যেন আপন করে নিতে পারেন । কবি যেন অন্যের সুখে দুঃখে নিজে সুখী বা দুঃখী হতে পারেন এবং অন্যের হৃদয়ও যেন প্রসারিত হয় সে চাওয়া ব্যক্ত করেছেন ।

প্রার্থনা কবিতায় কবি দেহ মনে শক্তি চেয়েছেন বিধাতার কাছ থেকে । উদ্দীপকে কবি নিজ হৃদয়ের প্রসারতার জন্য শ্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করেছেন । কিন্তু সৃষ্টি ও জীবজগতের প্রতি শ্রষ্টাকার করুণার যে চিত্র কবিতায় দেখানো হয়েছে তা উদ্দীপকে অনুপস্থিত । তাই বলা যায় উদ্দীপকটি প্রার্থনা কবিতার সমগ্রতা ধারণ করে না ।

২নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

তখন সে বলিল হ্যা ঠিক তো । আমি অন্ধ ছিলাম পরে আল্লাহ আমাকে দেখিবার ক্ষমতা দিয়েছেন । আমি গরিব ছিলাম তিনি আমাকে আমার করিয়াছেন । তুমি যাহা চাও লও । আল্লাহর কসম আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে জিনিস লইতে তোমার মন চায় তাহা যদি তুমি না লও তবে আমি তোমাকে কিছুতেই ভালো লোক বলিব না ।

ক. কায়কোবাদ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

খ. তব নামে অশেষ মঙ্গল বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকে প্রার্থনা কবিতার প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. উদ্দীপকের অন্ধলোকের আদর্শ প্রার্থনা কবিতার কবি সবার মধ্যে কামনা করেছেন মন্তব্যটি যাচাই কর ।

২নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. কায়কোবাদ ১৮৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন ।

খ. তব নামে অশেষ মঙ্গল বলতে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমাকে বোঝানো হয়েছে ।

পরম করুণাময় আল্লাহ অসীম ক্ষমতার অধিকারী । তার অফুরান্ত দয়ায় এ জগতের সবকিছু চলছে । তার দয়া ছাড়া আমরা এক মুহূর্তেও চলতে পারিনা এবং তাকে ডাকলে তিনি আমাদের সকল দুখ শোক দূর করে দেন । সর্বোপরি তার নামের মহিমায় এ পৃথিবীতে নেমে আসে অশেষ কল্যাণ এ বিষয়টি বোঝানো হয়েছে প্রশ্নোক্ত চরণে ।

গ. উদ্দীপকে প্রার্থনা কবিতার সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে ।

প্রার্থনা কবিতায় কবি সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন । স্রষ্টা চরম যত্নে এ বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন । তার অফুরান্ত রহমতের কারণে বিশ্বের সবকিছু পরিচালিত হয় । তিনি মহান ও সর্বশক্তিমান তাই আমাদেরকে বিপদে আপদে দুখে কষ্টে তিনিই পথ দেখান । এজন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ।

উদ্দীপকে এক অন্ধলোকের কথা তুলে ধরা হয়েছে । সৃষ্টিকর্তার রহমতে সে চোখের আলো ফিরে পেয়েছে এবং দরিদ্র থেকে ধনীতে পরিণত হয়েছে । তাই সে এক আল্লাহতায়লার প্রতি কৃতজ্ঞ । এজন্য সে এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে । কবিতায় স্রষ্টার অসীম রহমত ও অফুরান্ত ভালোবাসার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন । তাই বলা যায় উদ্দীপকে কবিতায় বর্ণিত স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে ।

ঘ. উদ্দীপকের অন্ধলোকটি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে যা প্রার্থনা কবিতায় কবি আমাদের সবার মধ্যে কামনা করেছেন । প্রার্থনা কবিতায় কবি পরম করুণাময় স্রষ্টার গুণকীর্তন করেছেন । আল্লাহ এক অদ্বিতীয় । তার ইশারায় নিয়ন্ত্রিত কহয় পুরো মহাবিশ্ব । তার নির্দেশ ছাড়া গাছের পাতাও পর্যন্ত নড়ে না । তার দয়া ছাড়া আমরাও চলতে পারি না । তিনিই আমাদের দুখ কষ্ট শোক দূর করে দেন । তিনি অসীম অপার ও অনন্ত । তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত এক আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা কেননা তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই তিনিই আমাদের প্রতিপালক ।

উদ্দীপকে অন্ধলোকটি আল্লাহতায়লার রহমতে চোখের আলো ফিরে পেয়েছে । শুধু তাই নয় আল্লাহতায়লা তাকে দরিদ্র থেকে ধনীতে পরিণত করেছেন । এতে লোকটি এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে তাই সে স্রষ্টার নির্দেশ পারলনে সর্বদা সচেষ্ট । আল্লাহ মহান ও সর্বশক্তিমান । তার রহমতে আমরা জগৎ সংসারে টিকে আছি । তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা যা উদ্দীপকের অন্ধলোকের আদর্শে লক্ষ করা যায় । কবিতায় কবি আমাদের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার প্রতি এরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আদর্শই কামনা করেছেন ।

৩নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

একমাত্র আল্লাহ তায়লাকেই মাবুদ বলে বিশ্বাস করব ।

আল্লাহর ফেরেশতাগনে বিশ্বাস করব ।

আল্লাহর রাসুলগণকে বিশ্বাস করব ।

শেষ দিবসে বিশ্বাস করব ।

তকদিরে বিশ্বাস করব।

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করব।

আখিরাতের পুরস্কারের আশায় ভালো কাজ করব।

আখিরাতের শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকব।

আমাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করব।

ক. কার নামে অশেষ মঙ্গল?

খ. তোমারি নিশ্বাস বসন্তের বায়ু বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের প্রথম চরণে প্রার্থনা কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের ভাবের অন্তরালে প্রার্থনা কবিতার মূলসুর নিহিত মন্তব্যটি যাচাই কর।

৩ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. সৃষ্টিকর্তার নামে অশেষ মঙ্গল।

খ. প্রশ্নোক্ত চরণটি দ্বারা বসন্তের তৃপ্তিদায়ক বায়ুকে প্রতীকীভাবে সৃষ্টিকর্তার নিশ্বাসকে বোঝানো হয়েছে।

সৃষ্টিকর্তার মহান তার দয়ার কোনো শেষ নেই। বসন্তের বায়ুতে আমাদের আত্মা তৃপ্ত হয় যা সৃষ্টিকর্তারই অসীম রহমত। কবি এখানে বসন্তের বায়ুকে প্রতীকীভাবে আল্লাহর তায়ালার নিশ্বাস ভেবেছেন। প্রশ্নোক্ত চরণে এ বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের প্রথম চরণে প্রার্থনা কবিতার আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের দিকটি ফুটে উঠেছে।

প্রার্থনা কবিতায় কবি আল্লাহতায়ালার প্রতি গভীর আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ মহান ও সর্বশক্তিমান। তিনিই এই বিশাল বিশ্বের স্রষ্টা আর তার হাতেই সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি অসীম দয়াময় ও আমাদের প্রতিপালক। তাই আমাদের তিনি অসীম দয়াময় ও আমাদের প্রতিপালক। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত তার নিকট করুণা কামনা করে প্রার্থনা করা।

উদ্দীপকের প্রথম চরণে আল্লাহতায়ালার উপর আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালার মহান ও সর্বশক্তিমান। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। বিপদে আপদে দুখে কষ্টে তিনি আমাদের রক্ষা করেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত আল্লাহতায়ালাকে মাঝে মাঝে বিশ্বাস করা। কবিতায় কবি সৃষ্টিকর্তার গুণগান করার পাশাপাশি তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের কথা বলেছেন। তাই বলা যায় উদ্দীপকের প্রথম চরণে কবিতায় বর্ণিত আল্লাহতায়ালার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকের ভাবে এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে পুণ্যের পথে চলার আহবান ফুটে উঠেছে যাতে প্রার্থনা কবিতার মূলসুর নিহিত।

প্রার্থনা কবিতায় কবি স্রষ্টার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেছেন। কবি এক স্রষ্টার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। তিনি অসীম দয়াময় ও সর্বশক্তিমান। এ বিশাল বিশ্বের স্রষ্টা তিনি এবং তারই হাতে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান তার উপর নির্ভরশীল। তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সরল সঠিক ও পুণ্যের পথে চলার আহবান করেছেন।

উদ্দীপকে একমাত্র আল্লাহতায়ালাকে মাঝে মাঝে বিশ্বাস করার কথা বলা হয়েছে। তিনি আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তাই আমরা প্রত্যেকে তার দেখানো পথে চলব। তবেই আমাদের কল্যাণও মুক্তি নিশ্চিত হবে।

আল্লাহ মহান ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আমাদের প্রতিপালক তাই তার দেখানো পথই আমাদের জন্য কল্যাণকর যা উদ্দীপকের ভাবে প্রকাম পেয়েছে। আর কবিতার মূলসুরে স্রষ্টার আরাধনা করা আর তার দেখানো পথে চলার আহবান ব্যক্ত হয়েছে। তাই সংগত কারণেই বলা যায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

১। কায়কোবাদ কোথায় অনুষ্ঠান করেন?

উত্তরঃ কায়কোবাদ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জে থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠান করেন।

২। কবি কায়কোবাদের আসল নাম কী?

উত্তরঃকবি কায়কোবাদের আসল নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী ।

৩। প্রার্থনা কবিতায় জগতের আয়ু কী?

উত্তরঃ প্রার্থনা কবিতায় জগতের আয়ু হলে বিধতার স্নেহকণা

৪। প্রভুর গুণগানের আত্মহারা কে?

উত্তরঃ প্রভুর গুণগানের আত্মহারা পাখি ।

৫। কবি প্রভুকেহৃদয়ে কী দিতে বলেছেন?

উত্তরঃ কবি প্রভুকে হৃদয়ে বল দিতে বলেছেন ।

৬। বিধাতার নিঃশ্বাস কি?

উত্তরঃ বিধাতার নিঃশ্বাস হলো বসন্তের বায়ু

৭। কবি বিধাতারকাছে নিজেকে কী বলে পরিচয় দিয়েছেন?

উত্তরঃ কবি বিধাতার কাছে নিজেকে নিঃসম্বল বলে পরিচয় দিয়েছেন ।

৮। বিধাতাকে কবি কখন তার পথের সম্বল মনে করেছেন?

উত্তরঃ কবিজীবনে মরণে শয়নে স্বপনে বিধাতাকে পথের সম্বল মনে করেছেন ।

৯। কবি কায়োবাদের রচিত মহাকাব্যটির নাম কী?

উত্তরঃ কবি কায়োবাদের রচিত মহাকাব্যটির নাম মহাশ্মশান ।

১০। কবি কি জানেনা?

উত্তরঃ কীভাবে পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার ভক্তিও স্তুতি করতে হয় তা কবি জানেন না ।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর

১। তব নামে অশেষ মঙ্গল উক্তিটি ব্যাখ্যা কর ।

উত্তরঃ শ্রষ্টার কৃপা ও অনুগ্রহেই আমাদের সার্বিক মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত ।

শ্রষ্টার অফুরান্ত দয়ায় জগতের সবকিছু চলে তার অপার করুণার লাভ করেই বিশ্বসংসারের প্রতিটি জীব ও জড় প্রাণধারণ করে ও আয়ু লাভ করে ।তার নিঃশ্বাসেই আমাদের জন্য বসন্তের বাতাসের মতো সুখকর সময় বিদ্যমান । তাই কবি শ্রষ্টার প্লাতি স্তুতি জানিয়ে বলেছেন তব নামে অশেষ মঙ্গল ।

২। কবি শ্রষ্টাকে শুধু আখিজল সপেছেন কেন ব্যাখ্যাকর ।

উত্তরঃ কবির কাছে শ্রষ্টাকে দেয়ার জন্য আখিজল ছাড়া আ কিছুই নেই । তাই কবি শ্রষ্টাকে আখিজলে সপেছেন ।

কবিশ্রষ্টার কাছে হৃদয়ের বল প্রার্থনা করেছেন । বিনিময়ে তার কাছে শ্রষ্টাকে দেয়ার মতো কিছুই নেই । তিনি ভক্তি করতে পারেন না স্তুতি করতে পারেন না । নিঃসম্বল কবির শুধু আছে চোখের জনল । তাইতিনি শূন্য হাতে শ্রষ্টাকে শুধু আখিজল সপেছেন ।

৩। কবি শ্রষ্টার নিকট রিক্ত হস্তে দাড়িয়েছেন কেন ব্যাখ্যা কর ।

উত্তরঃ কবির কাছে শ্রষ্টাকে দেয়ার মতো কিছুই নেইবলে তিনি শ্রষ্টার নিকট রিক্ত হস্তে দাড়িয়েছেন ।

কবি শ্রষ্টার কাছে হৃদয়ের শক্তিপ্রার্থনা করেছেন । কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি ভক্তি জানেন না স্তুতি করতে পারেন না তিনি সম্পূর্ণ নিঃসম্বল । শ্রষ্টাকে আরতি জানানোর মতো কিছু নেই বলেই তিনি শ্রষ্টার নিকট রিক্ত হস্তে দাড়িয়েছেন ।

৪। তোমারি নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু ব্যাখ্যা কর ।

উত্তরঃ তোমারি নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু পঙ্কজটির মধ্য দিয়ে শ্রষ্টার সর্বত্র উপস্থিতির বিষয়টি উঠে এসেছে ।

কবি বিশ্বাস করেন সর্বত্র বিরাজ করেন শ্রষ্টা । তিনি যেন সব প্রাণীর অন্তর্গত প্রাণ । তার দয়ায় ও করুণায় জগৎ সচল । পৃথিবীর সকল সজীব প্রাণী শ্রষ্টার উপলব্ধি প্রমাণস্বরূপ বিরাজমান । এমনকি বসন্তেরমৃদুমন্দবাতাসও তার নিঃশ্বাস হয়ে উঠে কবির অনুভবের প্রগাড়তায় ।

৫। কবি নিজেকে নিঃসম্বল বলেছেন কেন?

উত্তরঃ কবি নিজেকে নিঃসম্বল বলেছেন কারণ স্রষ্টা ভক্তি ও স্তুতি করার মতো ভাষা ও সামর্থ্য তার নেই।

কবিমনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন স্রষ্টা এক অপরিসীম শক্তির উৎস। এই পৃথিবীর সমস্ত সজীব ও প্রাণবন্ত উপকরণের মধ্যে তিনি স্রষ্টার উপস্থিতি প্রবলভাবে উপলব্ধি করেন। কিন্তু সেই অনুভূতি ব্যক্ত করার মতো সুন্দর ও উপযোগী ভাষা ও সামর্থ্য তার দখলে নেই। তাই তিনি নিজেকে নিঃসম্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

৬। জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তুমি মোর পথের সম্বল ব্যাখ্যা কর

উত্তরঃ জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তুমি মোর পথের সম্বল উক্তিটি দ্বারা মানবজীবনে প্রভুর প্রার্থনার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

কবি জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে স্রষ্টাকে স্মরণ করেন। স্রষ্টা তার সমগ্র জীবনে অপরিসীম প্রভাবধারী। তিনি মনে করেন এ জীবনে তিনি যা কিছু পেয়েছে সবই স্রষ্টার অকৃপণ দান। স্রষ্টা তার পথের সম্বল। ফলে স্রষ্টাকে নিবিড়ভাবে তিনি তার জীবনের প্রয়োজনে আকড়ে ধরেন।

৭। সদা আত্মহারা তব গুণগানে কেন বলা হয়েছে?

উত্তরঃ সদা আত্মহারা তব গুণগানে উক্তিটিতে মূলত পাখির গুঞ্জকে স্রষ্টার গুণগান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কবি প্রকৃতির মাঝে স্রষ্টার উপস্থিতি তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন। ফুল ফল তরু লতা জল যেন প্রবুর মূর্তিয়ান দানের প্রতীক হয়ে ওঠে তার কল্পনায়। তার কাছে মনে হয় সমগ্র সৃষ্টি যেন স্রষ্টার প্রার্থনার নিমগ্ন। তাকে তুলে থাকলে মনে অবসাদ তৈরি হয়। জগতে স্রষ্টার মহিমার কোনো অন্ত নেই। তাই প্রকৃতি যেন স্রষ্টার গুণগানে আত্মহারা।

রূপাই

১। বিজলি মেয়ে কেমন করে পিছলে পড়ে?

ক. আলোর খেল ছড়িয়ে

খ. আলোর খেল দেখিয়ে

গ. আলোর বেগ এড়িয়ে

ঘ. শস্যের খেল এড়িয়ে

২। কবিতায় কবি কোন গায়ের চাষার ছেলের কথা বলেছেন?

ক. দুর গায়ের

খ. এই গায়ের

গ. ভিন গায়ের

ঘ. অচিন গায়ের

৩। চাষার ছেলের মুখটি কেমন?

ক. কালো

খ. সুন্দর

গ. ভিন গায়ের

ঘ. শ্যামলা

৪। চাষার ছেলের কচি মুখের মায়া কীসের মতো?

ক. ব্যাঙের ছাতার মতো

খ. প্রজাপতির ডানার মতো

গ. নীল আকাশের মেঘের মতো

ঘ. কাচা ধানের পাতার মতো

৫। কাচা ধানের পাতার মতো কচি মুখে কীসের ছায়া লাগিয়ে দিয়েছে?

ক. প্রাচীন বৃক্ষের

খ. নবীন তৃণের

গ. সকালের শিশিরের

ঘ. চাদের আলোর

৬। শাওন মাসের তমাল তরু রূপাইয়ের কোন অংশটি?

ক. বাহুদুখান

খ. চোখ দুটি

গ. মাথার চুল

ঘ. গা খানি

৭। কে আলোর খেল ছড়িয়ে পিছলে পড়ে?

ক. রূপাই

খ. এইগায়ের লোক

গ. সুন্দর মেয়ে

ঘ. বিজলী মেয়ে

৮। চাষির মুখে কতকটা হাসি জড়িয়ে গেছে কেন?

ক. কাচা ধানের পাতা দেখে

খ. কচি ধানের চারা তুলতে

গ. রূপাইকে দেখে

ঘ. সোনার ধান দেখে

৯। কী দিয়ে আমরা সকল ধরা দেখি?

ক. কালো চোখের তারা দিয়ে

খ. কালো চোখের চাদ দিয়ে

গ. মনের ও বাহিরের চোখ দিয়ে

ঘ. চোখের মণির কাটর দিয়ে

১০। কালো দাতের কালি দিয়ে কী করা হয়?

ক. মুখে চুন কালি দেওয়া হয়

খ. মাথার চুর রং করা হয়

গ. কেতাব লেখা হয়

ঘ. বই খাতা লেখাপড়ার হয়।

১১। মানুষের জন্ম ও মরণ কেমন?

ক. বেদনাদায়ক

খ. অন্ধকার

গ. বিভীষিকাময়

ঘ. কালো

১২। কবি রং পেলে কী গড়তে পারবেন বলে আশা করেছেন?

ক. শাওন মাসের মেঘ

খ. ভ্রমর কালো মুখ

গ. রামধনুকের হার

ঘ. বিজলী মেয়ের চুল।

১৩। কালোয় যে জন্ম আলো বানিয়ে সে কী করতে পারে?

ক. সবার মন জয় করতে পারে

খ. সবার মন ভুলাতে পারে

গ. সবার মন আলোকিত করতে পারে

ঘ. সবার রাগ ভাঙতে পারে

১৪। কার পায়ে ধুলার জন্য বৃন্দাবন লুটায় পড়তে পারে?

ক. যে কালে দিগে আলো বানায়

খ. কালোভ্রমর মুখ যার

গ. যে আলোতে ভালো স্বপ্ন দেখে

ঘ. কালো রং

১৫। চাষির ছেলের গায়ের রং কেমন?

ক. ফর্সা ও সুন্দর

খ. কালো বরণ

গ. নীল লোহিত

ঘ. প্রজাপতির মতন

১৬। কে বুক জুড়ায়?

ক. কালো ভ্রমর

খ. চাষির ছেলে

গ. কচি ধানের পাতা

ঘ. শান মাসের তমার তরু

১৭। কোথায় মনে করে চাষির ছেলে রগাও উজ্জ্বল হয়েছে?

ক. কালোতে

খ. আলোতে

গ. পুকুরে

ঘ. নদীতে

১৮। রূপাইকে শাল সুন্দি বেত এর সঙ্গে তুলনা কর হয়েছে কেন?

ক. সকলের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে বলে

খ. লাঠি খেলায় পারদর্শী বলে

গ. সকলের কাজে লাগে বলে

ঘ. কালো বরণ গায়ে কারণে

২০। আখড়াতে রূপাইয়ের কোন জিনিস অনেক মানে মানী?

ক. মাথার চুল

খ. কালো চোখ

গ. বাশের লাঠি

ঘ. বাহু

২১। খেলার দলে কাকে নিয়ে সবার টানাটানি ?

ক. চাষির ছেলেকে

খ. বাশের লাঠিকে

গ. কবিকে

ঘ. গায়ের লোকদেরকে

২২। কোন গায়ে রূপাইয়ের গলা সবার আগে ওঠে?

ক. ভাটিয়ালি গান

খ. গম্বীরা গানে

গ. সারি গানে

ঘ. জারি গানে

২৩। ছেলে নয়ও পাগালা লোহা যেন কারা একথা বলেন?

ক. গায়ের লোকেরা

খ. গায়ের মেয়েরা

গ. রূপাইয়ের সমবয়সীরা

ঘ. বুড়োরা

২৪। ভ্রমর অর্থ কী?

ক. ভিন্নরূপ

খ. মাছি

গ. মৌমাছি

ঘ. ছারপোকা

২৫। বঙ্গাব্দে চতুর্থ মাসের নাম কী?

ক. ভাদ

খ. শাওন

গ. পৌষ

ঘ. বসন্ত

২৬। পদ রজ অর্থ কী?

ক. পদ্মাসন

খ. পায়ের জুতা

গ. পায়ের ধুলা

ঘ. পায়ের পোশাক

২৭। নৃত্যগীত শিক্ষা ও মল্লবিদ্যা অভ্যাসের স্থানকে কী বলা হয়?

ক. নাট্যশালা

খ. সাধনালয়

গ. নৃত্যশাল

ঘ. আখড়া

২৮। কারবালার শোকাবহ ঘটনামূলক গানকে বলা হয়?

ক. জারি গান

খ. সারি গান

গ. পালা গান

ঘ. শোক গান

২৯। রূপাই কবিতাটি কোন গ্রন্থের অংশ বিশেষ?

ক. রাখালী

খ. সোজন বাদিয়ের ঘাট

গ. নকশি কাথার মাঠ

ঘ. বালুচর

৩০। নিচের কোন বিষয়টি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে?

ক. রূপাইয়ের গুণকীর্তন

খ. বর্ষার বর্ণনা

গ. রূপাইয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট

ঘ. পৌরাণিক কাহিনী

৩১। ছাত্রাবস্থায় কবি জসীমউদ্দিনের কোন কবিতাটি প্রশংসিত হয়?

ক. হাস

খ. নিমন্ত্রণ

গ. কবর

ঘ. নকশীকাথার মাঠ

৩২। হাসু কোন ধরনে গ্রন্থ?

ক. কাহিনী কাব্য

খ. উপন্যাস

গ. কাব্য নাট্য

ঘ. শিশুতোষ গ্রন্থ

৩৩। জসীমউদ্দিনের বাংলাদেশের কোন পুরস্কারটি পেয়েছিলেন?

ক. স্বাধীনতা পুরস্কার

খ. একুশে পদক

গ. বাংলা একাডেমিক পুরস্কার

ঘ. রবীন্দ্র পুরস্কার

৩৪। রূপাই কবিতায় কীরেস রূপ বর্ণা কর হয়েছে?

ক. পল্লিপ্ৰকৃতির

খ. বর্ষাকালে

গ. কালো চোখের

ঘ. গ্রামীন জীবনের

৩৫। জসীমউদ্দীন কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

ক. ১৯৭৫

খ. ১৯৭৬

গ. ১৯৭৭

ঘ. ১৯৭৮

৩৬। গায়ের চাষার ছেলে

i. মাথার চুল লম্বা

ii. দুখান বাছ সর

iii. সুখখানা কচি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ ii

গ i ও iii

ঘ ii ও iii

৩৬। কবির বুক জুড়ায়

i. রামধনুকের হার

ii. সোনার মুখ

iii. কালো বরণ চাষির ছেলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ ii

গ i ও iii

ঘ ii ও iii

৩৭। কবির চোখে রূপাইয়ের তরু

i. চাষিরুমখের হাসি

ii. শ্রাবন মাসের তমাল তরু

iii. কাচা ধানের পাতার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ ii

গ i ও iii

ঘ ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সুঠাম দেহ ও পদ্মফুলের মতো চোখ জোড়া দিয়ে মনা যেমন সবাব নজর কেড়েছে তেমনি তার গুনেরও অন্ত নেই। ক্ষেত খামারের কাজ শীতে খেজুর গাছ কাটা ও গুড় বানানো থেকে শুরু করে বলী খেলায়ও তার জুড়ি মেলা ভার।

৩৮। উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন কবিতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

ক. প্রার্থনা

খ. নদীর স্বপ্ন

গ. রূপাই

ঘ. বাবুরের মহত্ব

৩৯। উদ্দীপক ও উক্ত কবিতার মিলের কারণ

i. কাজে পারদর্শিতা

ii. শৈল্পিক রূপ

iii. প্রকৃতিপ্রীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ ii

গ i ও iii

ঘ ii ও iii

৪০। নিচের কোনটি জসীম উদ্দিনের জন্মস্থান?

ক. তাম্বুলখানা

খ. অমল পুর

গ. কিশোরগঞ্জ

ঘ. পাড়াতলী